দর্শনার জন্য আমরা সংগঠনের আয়োজনে মতবিনবিনিময় ও ইফতার মাহফিল

দর্শনা হল্ট স্টেশনে সুন্দরবন আপ ও চিত্রা ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতী ও ৬ দফা দাবি পরিস্মৃতি পর্যালোচনা আদায়ের লক্ষে মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অফিসার্স ক্লাবে “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সংগঠনের আহব্বায়ক আনারুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, রবিউল ইসলাম বাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবীর, নেতা আমির হোসেন, আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান, দর্শনা গণ উন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হবা জোয়াদ্দার, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবিব মামুন, প্রমুখ।

এসময় আলোচনায় বক্তারা বলেন, দর্শনা স্টেশনে মৈত্রী ট্রেনে যাত্রীদের আসন বরাদ্দ ও উঠানামার ব্যবস্থা থাকা এবং দুটি যাত্রীবাহী ট্রেন পূনঃচালুকরণ সহ ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আন্দোলনের অংশ হিসাবে ট্রেন অবরোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ১৫ রমজান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। সেই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সংগঠনের নের্তৃবৃন্দরা পূণরায় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় একইসঙ্গে ৪ থানার ওসিকে রদবদল ৭ টি পদে বদলী

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের ৭ টি পদে বদলি ও পদায়নের মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে। জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৪ টি থানা আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনা, দামুড়হুদা ও বিশেষ শাখার ওসিকে বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪ থানার ওসি ও বিশেষ শাখার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তা রদবদল হওয়ায় সকেলই আগে থেকে এই জেলায় কর্মরত আছেন।

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

অফিস আদেশে, চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। জীবনগর থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা লাইন ওআর মো. নাসির উদ্দিন মৃধা। দামুড়হুদা থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদকে বদলি করে দর্শনা থানায় পাঠানো হয়েছে। জীবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেককে সদর সার্কেল অফিসে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামকে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবীরকে জেলা বিশেষ শাখায় পাঠানো হয়েছে। সদর সার্কেল অফিস থেকে বিপ্লব কুমার সাহাকে সরিয়ে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৩ মার্চ চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথকে সদর কোর্টে বদিল আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, এটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। বদলির সময়পূর্ণ হওয়ায় একইসঙ্গে জেলার ৫ থানায় এমন রদবদলের ঘটনা।

জীবননগরে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগর পৌর শহরে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ৩ টি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকনুজ্জামান এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মাহে রমজান মাসে নিন্মমানের খাবার মুড়ি ও গাছড়া ঔষধ বিক্রয় করছে যার মেয়াদকাল ও উৎপাদনকাল কিছুই নাই এমন অভিযোগের ভিক্তিত্বে জীবননগর পৌর শহরের কাচা বাজারে অভিযান চালিয়ে নুর ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক হুসাইনকে ৫ হাজার টাকা, তাজুল স্টোরের মালিক নাজমুল হককে ১ হাজার টাকা এবং ইনসাফ ট্রের্ডাসকে ২ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকনুজ্জামান বলেন, পবিত্র মাহে রমজান মাসে কোন ব্যবসায়ী যাতে ক্রেতাদের সাথে প্রতারনা করতে না পারে সে জন্য প্রশাসনিক ভাবে সার্বক্ষনিক বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রতিটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সর্তক করা হয়েছে তারপর যদি কেউ আইন অমান্য করে ক্রেতাদের সাথে প্রতারনা করে তা হলে অভিযোগ পেলে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমান।

কার্পাসডাঙ্গা বাজারে তিন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাষনের পক্ষ থেকে কার্পাসডাঙ্গা বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তিন ব্যবসায়ীকে ১ হাজার চারশ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (ইউএনও) রোকসানা মিতা মনিটরিং করার সময় এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মূল্য তালিকা দোকানে না টাঙ্গানোর অপরাধে সৈনিক স্টোরের মালিক আ: কাদের উকিলকে ভোক্তা সংরক্ষন আইন ৩৮ ধারা মোতাবেক ১হাজার টাকা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় মুরগী বিক্রি করার অপরাধে ৫৩ধারায় জাহাঙ্গীর আলমকে ২শ টাকা ও একই ধারায় মিষ্টি বিক্রেতা আ: ছালামকে ২শ টাকা সহ সর্বমোট ১ হাজার চারশটাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মুদি ও কাচামাল ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা ছাড়া কোনো মালামাল বিক্রি ও রশিদ ছাড়া কোনো মালামাল কেনা যাবে না বলে সতর্ক করেন।

এছাড়াও তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন অধিক লাভের আশায় কোন মালের কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করা যাবেনা। আমাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাজার মনিটারিং করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক’রা। অভিযানে সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা-পুলিশের একটি দল।

দামুড়হুদা হাউলীতে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে না কার্ডধারীরা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে না কার্ডধারীরা। গতকাল বুধবার সকাল ৮টায় শুরু হয় টিসিবির পণ্য বিতরণ। কিন্তু যাদের নামে টিসিবির কার্ড আছে তারা পাচ্ছে না পণ্য।

সরজমিনে জানাগেছে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়। বিতরণে কার্ডধারীরা পণ্য না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকতেও নতুন করে করা হয়েছে টোকন ব্যাবস্থা। টোকন গুলো ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ওয়ার্ডের মেম্বারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা কার্ডধারীদের কাছে টোকন পৌঁছে দেবে এবং সেই টোকনে পণ্য উঠবে। এরকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সব কার্ডধারীদের কাছে নতুন টোকন পৌঁছে না দেওয়ার কারণে এমন উদ্ভটতম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে টিসিবির পণ্য পাচ্ছেনা প্রকৃত কার্ডধারীরা।

হাউলী ইউনিয়নে ২২০৬ জনের নামে টিসিবির কার্ড রয়েছে। কিন্তু প্রায় ৩/৪শো গ্রাহক এই পণ্য পায়নি। খোদ হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়া হাজেরা খাতুন এর নামে টিসিবির কার্ড থাকা সত্বেও সে টোকন পায়নি। ফলে তার কার্ডে এমাসে সে পণ্য তুলতে পারেনি। এতো গেলো এক জনের কথা। ইউনিয়নে এরকম অসংখ্য মানুষ টিসিবির কার্ড থাকা সত্বেও টোকন পাইনি, ফলে পণ্য তুলতে পারেনি তারা। সব কিছুর অডিও ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ আছে এই প্রতিবেদকের কাছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জৈনক ব্যক্তি বলেন, শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে টোকনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে যাকে ইচ্ছা তাকে টোকন দেওয়া যায়। যাদের নামে টিসিবির কার্ড নেই মূলত তাদেরকেই টোকন দেওয়া হয়েছে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা। একজন ব্যক্তির চার পাঁচটা কার্ডের পণ্য তুলতে দেখা গেছে। এমন অসংখ্য ব্যক্তি একাধিক কার্ডের পণ্য তুলেছেন। এতে কার্ডের সুষমবন্টন হচ্ছে না। ফলে দারিদ্রতা কমছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি মহৎ উদ্যোগ এই টিসিবির পণ্য বিতরণ। কিন্তু সরকারের কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য টিসিবির প্রকল্পের লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে। এবিষয়ে অতি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

এবিষয়ে ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান বলেন, যে টোকন জমা দিচ্ছে তাকে মাল দেওয়া হচ্ছে। আমার মাল বুঝ করে দেওয়ার দায়িত্ব। ইউনিয়নের ২২০৬ জনের টোকনের বিপরিতে মাল দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, শুনেছি কেউ কেউ নাকি টোকন পায়নি। যার যার ওয়ার্ডের টোকন সেই সেই মেম্বারের কাছে বুঝ করে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে যাতে টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা শতভাগ পণ্য নিতে পারেন সেই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা যদি পণ্য না পায় তাহলে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। টিসিবির কার্ড নিয়ে কোনরকম অনিয়ম মেনে নেওয়া হবেনা। সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় কৃষি সেবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় কৃষি সেবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও কৃষকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (চাষাবাদ) গভীর নলকূপ, এল এলপি, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প মালিক সভাপতি সেক্রেটারি ম্যানেজারগণের সাথে সেচ মূল্য সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ৩টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রিসো’র বাস্তবায়নে উপজেলা

শিল্পকলা অডিটোরিয়াম হলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক জোটের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা কৃষক জোটের সভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, সি:সহসভাপতি সামসুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য হাসিনা বেগম, উপসহকারী কৃষি অফিসার মেহেদী হাসান, জালাল আহম্মেদ, বিএডিসি ক্ষুদ্র ছেচ প্রকল্প অফিসার দিদার – ই- খোদা, রিসোর প্রোগ্রাম অফিসার আদিল হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা। মনিটারিং ও ডকুমেন্টসন অফিসার দারুল ইসলামসহ ইউনিয়ন কৃষক জোটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী অফিসার মশিউর রহমান।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিউবি পুষ্টি চাউল বিতরণ

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিউবি নির্বাচিত উপকার ভোগীদের মধ্যে পুষ্টি চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ২০২৩-২৪ চক্রের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারী মাসের চাউল বিতরণ করার মধ্যো দিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিডব্লিউবি কার্ডের ৩৭৪ জন উপকারভুগীর কার্ডের চাউল বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে উক্ত চাউল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় তিনি বলেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী মহিলাদেরকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে আনার লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ভিডব্লিউবি কার্ড দেওয়া হয়েছে। দুই বছর আপনারা ৩০ কেজি করে চাউল পাবেন। আপনাদের কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভেবেছেন। তাই আপনারা এই সুবিধা পাচ্ছেন। প্রকৃত মানুষ যেন এই চাউল পাই সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, ইউপি সচিব শামীম রেজা, ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, হাসান আলী, নূরুল ইসলামসহ সব ইউপি সদস্য ও উপকার ভূগীরা।

আলমডাঙ্গায় অসহায় দুস্তদের ইফতার ও সেহরি দিচ্ছে ছাত্রলীগ

রমজানের শুরু থেকেই আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থদের মানুষের মাঝে ইফতার ও সেহরি দিচ্ছে নেতাকর্মীরা। এছাড়াও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ সময়ে কোনো অসহায় মানুষ ইফতার ও সেহরি জোগাতে অসমর্থ হলে কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে পরিচয় গোপন রেখে তাদের সহায়তা করছে ।

এমন উদ্যোগকে প্রশংসনীয় হিসেবে দেখছে স্থানীয় সচেতন মহল। প্রতিদিন বিকেলে ও মধ্যরাতে এসব খাবার বিতরণ করছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (২৭ মার্চ) বিকেলে আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন, শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভ, লালব্রিজ ও আনন্দধাম রোডসহ বিভিন্ন এলাকার অসচ্ছলদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন কলেজ

ছাত্রলীগ নেতা হৃদয় আহমেদ টিটন। আলমডাঙ্গায় এবারই প্রথম রমজানের প্রথম দিন থেকে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার ও সাহরি বিতরণ করে ছাত্রলীগ।

গত চারদিনে ভাসমান ও পথচারীদের পাশাপাশি আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, বিভিন্ন মাদরাসা, এতিমখানায় ইফতার ও সাহরির বিতরণ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

সোমবার বিকেলে শহরের আলতায়েবা মোড়ে প্রায় দেড় শতাধিক অসহায় ও অসচ্ছল মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

ছাত্রলীগ নেতা হৃদয় আহমেদ টিটন বলেন, আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম নতুন প্রজন্মকে তুলে ধরতেই এমন উদ্যোগ। মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫ শতাধিক অসহায়-দুস্থ ও শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম জানান, অল্প মানুষের জন্য হলেও ইফতার বিতরণের কাজটি করছি। কারণ অনেকেই আছেন যারা কাজের কারণে বাসায় ইফতার করতে পারেন না। হয়তো তেমন কিছু খাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমরা তাদের হাতে ইফতার তুলে দিচ্ছি। পুরো মাসজুড়ে কার্যক্রম চলবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কলেজ ছাত্রলীগ নেতা সাগর, সাব্বির, মিলু, সাইফ, জয়, জিবন, ইভান, নয়ন, রিদান,ফাহিম, শিশির, আতিক, আশিক, মাসুম প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার গার্মেন্টস পট্টিতে সাটার ভেঙে চার দোকানে চুরি

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের গার্মেন্টস পট্টিতে এক রাতে চার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার ভোর রাত ছয়টার দিকে শহরের ৩টি গার্মেন্টস ও একটি কাপড়ের দোকানে এই চুরি হয়।

সিসিটিভির ফুটেজে চোরদের দেখা গেলেও তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করতে

পারেনি স্থানীয় ও পুলিশ । পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করেছে।

পৌর শহরের আজিমউদ্দিন সুপার মার্কেটে বিভা লাইফে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, শুভেচ্ছা গার্মেন্টসে ৪৫ হাজার টাকা, মামুন কালেকশন থেকে ২৫ হাজার টাকা, সাইজি গেঞ্জি কালেকশন থেকে ৪৫ হাজার টাকা। ৪ টি দোকান থেকে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক নগত টাকা ও মালামাল নিয়ে যায়। এছাড়াও দুটি দোকানে সাটার উঁচু করে ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে চলে যায় চোরেরা।

এ বিষয়ে বাজার আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন, বাজারের নাইটগার্ডরা ফজরের আজানের সময় ডিউটি শেষ করে চলে যান। সক্রিয় চোর চক্রের সদস্যরা ভোর ৬ টার দিকে মার্কেটের পিছনের সাটারের তালা ভেঙে প্রবেশ করে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, সিসিটিভিতে দেখে বোঝা যায় ছিঁচকে চোরেরা এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের দেখানো হবে। ফুটেজ দেখে কেউ তাৎক্ষণিক চোর শনাক্ত করতে পারেনি। যে কোনো মূল্যে চোর ধরার জন্য পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে বিষপানে আত্ম*হত্যা

চুয়াডাঙ্গার নেহলপুরে জুমার আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে বিষপান করে।

তিনি বিষপান করেছে পরিবারের লোকজন বুঝতে পেয়ে তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের পূর্বপাড়ার মৃত কাটু

মন্ডলের ছেলে জুমার আলী (৬০) প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজ বাড়ি হতে বের হয়ে জীবিকার তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে যায়।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলে গুঙরানি শুরু করেন। তখন বাড়ি ও আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে বুঝতে পারেন তিনি বিষপান করেছে। তাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এসময় পরিবারের লোকজন তার মৃতদেহ নিজ বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসেন।

তার মৃত্যুর বিষয়টি পরিবারের লোকজনের কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে সংসারে অভাব-অনটনের কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে বলে পরিবার ও স্থানীয়দের দাবী।